গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সাভার, ঢাকা
www.shniyd.gov.bd

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত "যুব মতবিনিময় ২০২৪" এর প্রতিবেদন|

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট যুব সমাজের দক্ষতা উন্নয়নে উৎকর্ষের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার ভিশন নিয়ে এগিয়ে চলেছে। যুবদের সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান পূর্বক প্রতিবছর ইনস্টিটিউট থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুব ও যুবনারী, বিভিন্ন যুব সংগঠন প্রতিনিধি, জাতীয় যুব কাউন্সিলের সদস্য , যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর মনোনীত যুব জেলা প্রতিনিধি এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র প্রতিনিধির সমন্বয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে ০৫(পাঁচ) দিন ব্যাপী "যুব মতবিনিময়" আয়োজন করছে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট। এরই ধারাবাহিকতায় এবছর ০৯ মে-১৩ মে/ ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে ২০০ (দুইশত) জন বিভিন্ন ক্যাটাগরির যুব ও যুব নারী প্রতিনিধিদের নিয়ে "যুব মতবিনিময়'২০২৪" আয়োজন করা হয়।

১ম দিনের পর্যালোচনা (০৯/০৫/২০২৪)

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানঃ

প্রধান অতিথি	:	জনাব মোঃ নাজমুল হাসান, এমপি মাননীয় মন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
বিশেষ অতিথি	:	ড. মহিউদ্দীন আহমেদ সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
সভাপতি	:	জনাব আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট।
তারিখ	:	০৯ মে ২০২৪
সময়	:	সকাল ১১.০০ টা
স্থান	:	অডিটোরিয়াম, শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

অনুষ্ঠান পর্যালোচনাঃ

যুব মতবিনিময়' ২০২৪ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নিম্নোক্ত কর্মসূচীসমূহ গ্রহণ করা হয়। যথাঃ

ক. স্বাগত বক্তব্যঃ-
স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব রফিকুল ইসলাম, রেজিস্ট্রার, শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট। তিনি তার বক্তব্যে যুব মতবিনিময়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়ার পাশাপাশি এর কার্যপরিধির বিশ্লেষণ করেন এবং বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যুব সমাজকে সচেতন হতে আহ্বান জানান।

খ. যুব প্রতিনিধির বক্তব্যঃ
১। জনাব আশফিয়া নিশা বৃষ্টি, সহকারী পরিচালক,ড্রিম কনসালটেন্ট লিমিটেড।
তিনি তার বক্তব্যে যুব সমাজের সম্ভাবনা ও অবদান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর, বিভিন্ন সেক্টরের প্রতিষ্ঠানে যুবদের সম্পৃক্ততার সুযোগ করে দিতে আবেদন জানান। সর্বোপরি, এ প্রোগ্রামে নারী অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়াতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

Amida Sweety Akter

২। জনাব ওমর ফারুক জয় , নির্বাহী পরিচালক, কক্সবাজার যুব সংগঠন।
তিনি তার বক্তব্যে তরুণদের মধ্যে একতার কথা প্রকাশ করেন এবং ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট এর সুবিধা নিয়ে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আশা ব্যক্ত করেন। তিনি ২০১৮ সালে উই-ক্যান কক্সবাজার সংগঠন শুরু করেন যার মাধ্যমে কক্সবাজারের প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও দুঃখ- দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের পাশে দাড়ান।

৩। জনাব সানজিদা ইসলাম ছোঁয়া, সাধারণ সম্পাদক, স্বপ্নদর্শী যুব সংগঠন , ময়মনসিংহ।
তার বক্তব্যে তিনি কিভাবে সংগঠনের মাধ্যমে নারীদের ফ্রি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন, তাদের বৃক্ষ রোপন ও সমাজ সেবামূলক কাজে সম্পৃক্ত করেন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কিভাবে কার্যকর ভূমিকা রেখেছেন তা বর্ণনা করেন। সর্বোপরি তিনি যুবদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য।

গ. অতিথিবৃন্দের বক্তব্যঃ

১। জনাব আবুল হোসেন, অতিরিক্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ।
তিনি তার বক্তব্যে প্রথমে বঙ্গবন্ধু ও শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং নির্বাচনী ইশতেহারে তরুণদের নিয়ে সরকারের ভাবনার কথা ব্যক্ত করেন।

২। বিগ্রেডিয়ার জনাব মোতাহার হোসেন, মহাপরিচালক, বিকেএসপি।
তিনি তার বক্তব্যে প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষিত সকল যুবদের স্বাগত জানান এবং দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে অনুপ্রেরণা যোগান। বিকেএসপি থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেক কর্মক্ষেত্র তৈরির ব্যাপারে জানান এবং সেখানে প্রশিক্ষণ নিতে আহ্বান জানান।

৩। ড. গাজী মো: সাইফুজ্জামান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।
তিনি তার বক্তব্যে প্রান্তিক যুবদের নেতৃত্ব দিতে আহ্বান জানান, ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত করতে যুবদের ভূমিকা রাখতে নির্দেশনা দেন।
৪। জনাব রাহুল চন্দ্র, ইউএনও, সাভার।
তিনি তার বক্তব্যে সাভারের উন্নয়নে যুব সমাজের ভূমিকা তুলে ধরেন এবং যুব সমাজকে উদ্যক্তা হিসেবে গড়তে সরকারের ভূমিকা তুলে ধরেন।

ঘ. বিশেষ অতিথির বক্তব্য

১। ড. মহিউদ্দিন আহমেদ, সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
তিনি তার বক্তব্যে প্রথমে বঙ্গবন্ধু ও শহীদদের কথা স্মরণ করে দেশ বিনির্মানে যুব সমাজের ভূমিকার কথা বলেন। যুব সমাজকে গড়তে সরকারের পরিকল্পনা এবং ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন। এই প্রতিষ্ঠানকে আধুনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে কার্যক্রম হাতে নেওয়ার ব্যাপারে জানান। পরিশেষে, এই অনুষ্ঠানে সকলের সুস্থতা এবং আনন্দঘন পরিবেশ প্রত্যাশা রেখে বক্তব্য শেষ করেন।

ঙ. প্রধান অতিথির বক্তব্যঃ-

১। জনাব নাজমুল হাসান এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
তিনি তার বক্তব্যে প্রথমে বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনা সরকারের প্রশংসা করেন, যুবদের সফলতার গল্প শোনার পাশাপাশি ব্যর্থতার গল্প শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই প্রতিষ্ঠানকে Centre of Excellence হিসেবে গড়তে কাজ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। পরিশেষে, জুন পর্যন্ত ক্রীড়ার কাজ সম্পন্ন করে বাকি সময় যুবদের নিয়ে কাজ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

চ. সভাপতির বক্তব্যঃ-

১। জনাব আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা, মহাপরিচালক, শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট।

Afrida Sweety Akter

তিনি তার বক্তব্যে প্রথমে বঙ্গবন্ধু ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে, যুব মতবিনিময়ের যুবদের সফলতার গল্প ও পাঁচ দিন ব্যাপী এই প্রোগ্রামের অভিজ্ঞতা দেশের সব যুবদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আহ্বান জানান। প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিধির ব্যাপারে সকলকে অবগত করেন এবং সকলের সুস্থতা কামনা করে তার বক্তব্য শেষ করেন।

কর্মসূচীঃ

সকালে নাস্তার পর দলে দলে অডিটোরিয়ামে উপস্থিত হয়। তাদের মধ্যে থেকে শৃঙ্খলা, সাংস্কৃতিক ও খাদ্য কমিটি করে দেয়া হয়। অত:পর বেলা সাড়ে ১১টা থেকে উপস্থিত বিভিন্ন যুব সংগঠক বিভাগ ভিত্তিক গ্রুপ হয়ে তাদের কর্ম অভিজ্ঞতা এবং মিশন ভিশন ব্যাখ্যা করেন। তন্মধ্যে একজন যুব নারী কুড়িগ্রাম হতে আগত যে নিজের ছাড়াও ১৯টি বাল্যবিবাহ রোধ করার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন।

বেলা সাড়ে ১২টা প্রধান ও বিশেষ অতিথি বৃন্দ অনুষ্ঠান স্থানে হাজির হলে জাতীয় পতাকা ও উত্তোলন, পায়রা ও বেলুন অবমুক্তকরন এবং জাতীয় সংগীত সম্মিলিত কণ্ঠে গেয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি 'জনাব নাজমুল হাসান এমপি', মাননীয় মন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি ড. মহিউদ্দিন আহমেদ, সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং ড. গাজী মো: সাইফুজ্জামান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। সভাপতি জনাব আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা, মহাপরিচালক, শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এছাড়াও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব রফিকুল ইসলাম, রেজিস্ট্রার, শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট। তিনি যুব মতবিনিময় উদ্দেশ্য সর্ম্পকে ব্যাখ্যা দেয়ার পাশাপাশি এর কার্যপরিধি বিশ্লেষন করেন এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সচেতন হতে আহ্বান জানান।

বিকেলের কর্মসূচীঃ কী নোট পেপার উপস্থাপন

সময়ঃ বেলা ২:৩০ টা

বিষয়ঃ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের পথে গোটা দুনিয়াঃ সহযাত্রী হতে যুব সমাজের করণীয়

উপস্থাপকঃ জনাব মোঃ ফজলুল করিম পাটওয়ারী, অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

আলোচক-১ঃ জনাব ড. মোঃ আবুল হোসেন, অতিরিক্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালোয়।

আলোচক-২ঃ জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত সচিব), শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট।

মডারেটরঃ পরিচালক, শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট।

পর্যালোচনাঃ

সর্বপ্রথম, উপস্থাপক ধাপে ধাপে ১ম, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ শিল্প বিপ্লব ব্যাখ্যা করেন। অত:পর, তিনি বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব (4IR) এর সম্ভাবনা প্রকাশ করে যুবদের দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

আলোচক ১- প্রথম আলোচক Gol bal Vi l l age এর উপর ভিত্তি করে 4I R এর উপর জোর প্রদান করেন। যুবদের স্মার্ট বাংলাদেশ বির্ণিমানে 4I R ব্যাপারে জানার এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের আহ্বান জরেন। প্রতিষ্ঠানকে এই ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান।

আলোচক ২- ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের আবির্ভাবে বিশ্বের পরিবর্তন সমূহের উপর আলোকপাত করেন। পশ্চিমা দেশের সাথে বাংলাদেশের তুলনাপূর্বক নিজেদের ঘাটতিগুলোর উপস্থাপন করেন। পরিশেষে ঘাটতি গুলো উত্তোরণে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ব্যক্তি পর্যায়ে যুব সমাজকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে এবং নিজের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে আহ্বান জানান।

প্রশ্নোত্তর পর্বঃ আলোচনা শেষে আলোচক ও প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে এই প্রোগ্রামের সমাপ্তি ঘটে।

Sweety Akter

২য় দিনের পর্যালোচনা (১০/০৫/২০২৪)

সকালে নাস্তার পর দলে দলে অডিটোরিয়ামে উপস্থিত হয়। এরপর স্ব স্ব বিভাগ/জেলার যুব কর্ম, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি বিষয়ে অংশগ্রহণকারী যুবদের সফলতার অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে থাকে। এতে সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সহ পরিচালক হুমায়ুন কবীর, বেলা ২:৩০ টার মধ্যাহ্ন বিরতির পর আবার উপরোক্ত অনুষ্ঠান চলমান থাকে এবং বিকেলের স্ন্যাক্স দিয়ে উক্ত কর্মসূচীর সমাপ্তি হয়। বিকেলে বাদ আছর খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যা বেলা যুব নর-নারীদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। অত:পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দ্বারা ২য় দিনের সার্বিক কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘটে।

৩য় দিনের পর্যালোচনা (১১/০৫/২০২৪)

সকালে নাস্তার পর দলে দলে অডিটোরিয়ামে উপস্থিত হয়। এরপর স্ব স্ব বিভাগ/জেলার যুব কর্ম, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি বিষয়ে অংশগ্রহণকারী যুবদের সফলতার অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে থাকে। এতে সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সহ পরিচালক আলমগীর কবির। বেলা ২:৩০ টার মধ্যাহ্ন বিরতির পর যুব মতবিনিময়ের অংশগ্রহণকারীগণ দলে দলে অডিটোরিয়ামে উপস্থিত হয়। বেলা ৩:০০টা হতে "মাদকের ভয়াবহতা রোধে যুব সমাজের করণীয়" বিষয়ে কী-নোট পেপার উপস্থাপন , প্রশ্নোত্তর এবং আলোচনা শুরু হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন-

উপস্থাপক: জনাব আবু মমতাজ সাদ উদ্দিন আহমেদ(অতিরিক্ত সচিব). প্রকল্প পরিচালক (ASSET PROJ ECT)

আলোচক-১ : জনাব মোস্তফা কামাল মজুমদার , অতিরিক্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

আলোচক-২: জনাব কাজী মোশতাক জহির, যুগ্মসচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

মডারেটর : পরিচালক, শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট।

- ❖ উপস্থাপক বক্তব্য: উপস্থাপক তার বক্তব্যে মাদকের ভয়াবহতা ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি মাদকাসক্ত হওয়ার কারণ গুলো বিশ্লেষন করেন এবংআন্তজার্তিক মাদক বলয়ে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরেন।
- ❖ আলোচক-১: আলোচক-১ বঙ্গবন্ধু ও ১৫ আগস্টের শহীদদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি তার বক্তব্যে আলোচনা করেন মাদক হলো যুব সমাজ ধ্বংসের মূল কারণ এবং এখান থেকে কীভাবে যুব সমাজ নিজেদের উত্তরণ ঘটাবে ।
- ❖ আলোচক-২: দ্বিতীয় আলোচক মাদকের প্রভাব বর্ণনা করার পাশাপাশি এর ফলাফল ব্যাখ্যা করেন এবং এটি প্রতিরোধের উপায় সমূহ তুলে ধরেন।

পরিশেষে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক মহোদয়, পূর্ববর্তী আলোচকদের বক্তব্যের সারাংশ উপস্থাপন করেন এবং যুব সমাজকে মাদক এরিয়ে চলার ও মাদক মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান জানিয়ে উক্ত আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

৪র্থ দিনের পর্যালোচনা (১২/০৫/২০২৪)

সকালে নাস্তার পর দলে দলে অডিটোরিয়ামে উপস্থিত হয়। সকাল ৯:০০টার দিকে"স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট কান্ট্রি" বিষয়ে বির্তক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিচারক প্যানেলে নিম্নে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন-

বিচারক প্যানেলঃ

০১। মুখ্য বিচারকঃ জনাব এস.এম. গোলাম রব্বানী, পরিচালক, শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট।

Shida Sweety Akter

০২।বিচারকঃ জনাব কামরুন নাহার, উপপরিচালক, শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট।
০৩। বিচারকঃ জনাব রেবেকা সুলতানা, উপরিচালক, শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট।
০৪। বিচারকঃ জনাব শারমিন আক্তার, সহকারী পরিচালক।
অডিটোরিয়াম প্রাঙ্গণে ফটোসেশন করার পরে সকলে মধ্যাহ্ন বিরতিতে যায়। মধ্যাহ্ন বিরতির পর বির্তক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। পুরস্কার বিতরণ শেষে উক্ত অনুষ্ঠানে সুপারিশমালা প্রণয়ন কমিটি সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন।

সুপারিশমালা

সুপারিশ মালা প্রস্তুতকারী ও সমন্বয়কারী-
মো: ওমর ফারুক জয়
প্রধান নির্বাহী
উই ক্যান কক্সবাজার
মোবাইল: ০১৭০৪৮৭৮৪৪৮

সার্বিক সহযোগিতা করেছেন- ৮টি বিভাগের প্রতিনিধিগণ!

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয়ের আয়োজনে ৯-১৩ মে ২০২৪ইং অনুষ্ঠিত জাতীয় যুব মতবিনিময় ২০২৪ইং এর অংশগ্রহণকারী সারাদেশ থেকে আগত ২০০ সম্ভাবনাময়ী তরুণ, উদ্যোক্তা, আত্মকর্মী, শিক্ষার্থী ও উদীয়মান যুবদের মহা সম্মেলন।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ২০২২ জনশুমারি অনুযায়ী জুন, ২০২২ পর্যন্ত ১৬ কোটি ৫১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬১৬ জন। এটি বিশ্বের ৮ম বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ।
বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ শিশু ও তরুণ বয়সী, যাদের বয়স ০-২৫ বছর। যা মোট জনসংখ্যার ৬০%। অর্থাৎ দেশের সম্ভাবনাময়ী একটি অংশই যুব। যা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে অন্যতম একটি মাইলফলক স্থরে অবস্থান করছে বাংলাদেশ।

সুপারিশমালা সমূহ:

১. স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের নীতিনির্ধারণী সভা/সেমিনার কিংবা গুরুত্বপূর্ণ মিটিংগুলোতে যুবদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ও তাদের কথা বলার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া।
২. যুব সংগঠন নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও তাদের সৌহাদ্যপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান করা।
৩. শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে বিভাগ ভিত্তিক বিভাগীয় প্লাটফর্ম কিংবা জেলা ভিত্তিক জেলা যুব প্লাটফর্ম তৈরির মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবী কাজের সাথে সংশ্লিষ্ঠদের সংঘবদ্ধকরণ।
৪. বাংলাদেশ সরকারের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের
সাথে অন্যান্য দেশের সংশ্লিষ্ট বিভাগের পার্টনারশীপ তৈরি করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যুবদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত।
৫. প্রতি বছর কমপক্ষে দুটি জেলা ভিত্তিক কিংবা বিভাগ ভিত্তিক লিডারশীপ ক্যাম্পের আয়োজন করা।
৬. শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোতে ইন্টানশীপ কার্যক্রমে সম্পৃক্ততার পাশাপাশি তাদের জন্য সেই জায়গাটি করে দিতে সরাসরি সহযোগী হিসেবে কাজ করা।
৭. শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ও যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হওয়ার পর তাকে স্ব-স্ব ডিপার্টমেন্টগুলোতে সংযোগ স্থাপনে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান।
৮. পার্বত্য অঞ্চলের যুবদের আরও স্বেচ্ছাসেবী কাজে উৎসাহ প্রদানের জন্য তাদের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সেবা চালু, নিবন্ধিত, অনিবন্ধিত সংগঠনের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও বিশেষ অনুদান প্রদান।

Amida Sweety Akter

৯. বিভিন্ন উন্নয়মূলক সংস্থা কিংবা এনজিওর প্রশিক্ষণে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে ডেলিগেশন টিম মনোনয়ন ও তাদের সাথে সংযোগ স্থাপনে সহযোগিতা করা।

১০. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণদের দক্ষতা অনুযায়ী পরবর্তী ট্রেইনার হিসেবে অস্থায়ী নিয়োগ, জেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে সুযোগ তৈরি ও অন্যান্য সুবিধাগুলোর সাথে সংযুক্ত করা।

১১. কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সন্ধ্যাকালীন কোর্স চালু করা।

১২. জেলা ভিত্তিক ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কোর্স চালু!

১৩. আন্তর্জাতিক পর্যায়ের চাহিদা অনুযায়ী ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ ও স্প্যানিশ ভাষা কোর্স চালু! (স্বল্প মেয়াদী, দীর্ মেয়াদী)।

১৪. পর্যটন কেন্দ্র গুলোতে স্থানীয় যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ ট্যুরিস্ট গাইড হিসেবে তৈরিতে কাজ করা। পাশাপাশি ট্যুরিজম সেন্টার ও ইনফরমেশন সেন্টার চালু!

১৫.শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কোর্সে জলবায়ু পরিবর্তন, মাইগ্রেশন ও পরিবেশ বিষয়ক অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে কার্যক্রম চালু।

১৬. জলবায়ু কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গুলোর সাথে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সেতু বন্ধন তৈরি।

১৭. যুবদের গল্প নিয়ে মাসিক সাময়িকী তৈরি, তাদের গল্প গুলো নিয়ে বই মেলায় প্রকাশ ও এটি পরিচালনার জন্য যুবদের নিয়ে কমিটি গঠন।

১৮. সহজ শর্তে যুবদের ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা। যুব সংগঠক কিংবা স্ব-উদ্যোগে আত্মকর্ম সংস্থানের জন্য কাজ করা লোকদের ব্যাংক ঋণ সহজীকরণে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সহযোগী হিসেবে কাজ করবে।

১৯. ইয়ুথদের রিসার্চ সেন্টরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু ও তাদের গবেষণা গুলো প্রকাশের ব্যবস্থা করে দেওয়া।

২০. বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি/প্রতিবন্ধীদের জন্য ন্যাশনাল হেলফ সাপোর্ট সেন্টার চালু করা।

২১. দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তরুণদেরকে ভ্রমণের সুযোগ তৈরির মাধ্যমে দেশের সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা প্রদান।

২২. ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান।

২৩. বিভিন্ন দূতাবাসের সাথে যুব সংগঠনগুলোর মতবিনিময় ও তাদের উদ্যোগ গুলো শেয়ারিং এর সুযোগ তৈরি করে দেওয়া এবং তাদের অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পে তরুণদের সম্পৃক্ত করণ নিশ্চিত করা।

২৪. উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম আরও এগিয়ে নিতে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহযোগিতায় প্রকল্প পরিদর্শন ও হাতেকলমে শেখার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া এবং আবাসিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

২৫. তথ্য ও প্রযুক্তিখাতে সমৃদ্ধ যুবদের একত্রীকরণ ও নতুন উদ্যমী তরুণদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা।

২৬. শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে
আগামীতে- এডভান্স ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ের উপর কোর্স চালু করা যেতে পারে!
যেমন: ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন এন্ড মেইনটেইনেন্স, প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার, কনজুমার ইলেকট্রনিকস, এসি/রেফ্রিজারেটর মেইনটেইনেন্স!

২৭. নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে যুবদের কার্যকরী প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ শেষে উৎপাদন, বিপনন ও বাজারজাতকরণের সুযোগ তৈরি করা।

২৮. আন্তজার্তিক মানের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইন্সট্রাক্টর ও লেকচারারদের বিদেশ হতে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থাকরণ!

২৯. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয় কর্তৃক কমপক্ষে বছরে একবার উদ্যোক্তা উন্নয়ন মেলার আয়োজন করা হয়।

৩০. জাতীয় পর্যায়ের আলোচনা সভা/সেমিনার/প্রশিক্ষণে জেলা পর্যায় থেকে অন্তত একজন জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রতিনিধির অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা। (ঢাকা জেলা)

৩১. ধূমপানমুক্ত ইনস্টিটিউট নিশ্চিত করণে পদক্ষেপ গ্রহণ।

৩২. মতবিনিময় সভায় পুরষ্কারপ্রাপ্ত ও আবেদনকারী যুব যারা মনোনীত হননি তাদেরও আমন্ত্রণের মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান। একই সাথে মতবিনিময় সভার অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে কাজ করা।

Sweety Akter

৩৩. ইনস্টিটিউটের অবকাঠামো আধুনিকীকরণ ও ইনস্টিটিউটের পরিসর বৃদ্ধি।
৩৪. শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট পরবর্তীতে বিভাগীয় পর্যায়ে বর্ধিত করণ/শাখা চালু করণ!
৩৫. এই ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় যুব মতবিনিময় সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আমন্ত্রণের পাশাপাশি যুবদের গল্পগুলো সরাসরি শেয়ারিংয়ের সুযোগ তৈরি।
৩৬. উদ্যোক্তা, যুব ও যুবনারীদের কাজের ভিজ্যুয়াল উপস্থাপনা (পাওয়ারপয়েন্ট/ভিডিও) অন্তর্ভুক্ত করে উপস্থাপনের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া।
৩৭. প্রতি বছর জাতীয় যুব মতবিনিময়ে "জাতীয় যুবনীতি _২০১৭ বিষয়ক অবহিতকরণ" একটি সেশন নিয়মিত অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে রাখা।
৩৮. জাতীয় যুব মতবিনিময় ২০২৫-এ জাতীয় যুব কাউন্সিলের নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যদেরকে অংশগ্রহণকারী হিসেবে নির্বাচন করা। যারা শেখ হাসিনা জাতীয় যুব ইনস্টিটিউটের সহযোগী হিসেবে জাতীয় যুব মতবিনিময় বাস্তবায়ন ও সফল করতে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখবে।

অত্র প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রার ও পরিচালক সুপারিশসমূহ আমলে নেয়ার ব্যাপারে নিজেদের সিদ্ধান্ত জানান। সন্ধ্যায় প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গনে একটি ঝাঁকজমকপূর্ণ ক্যাম্প ফায়ারের আয়োজনের মধ্য দিয়ে উক্ত দিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

৫ম দিনের পর্যালোচনা (১৩/০৫/২০২৪)

সমাপনী অনুষ্ঠানঃ

বেলা ১২:০০ টা দিকে সবাই অডিটোরিয়ামে আসন গ্রহণ করেন । অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম। উপস্থিত অংশগ্রহণকারী গণের মধ্যে যুব প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন জনাব মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, মাননীয় সংসদ সদস্য, ঢাকা-১৯। তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। তিনি বক্তব্যে বলেন যুবকদের বঙ্গবন্ধুর আর্দশে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের কল্যানে নিয়োজিত হতে হবে। অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য রাখেন জনাব আবু তাহের মো: মাসুদ রানা, মহাপরিচালক, শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট। তিনি তার বক্তব্যে যুবকদের সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে নিজেদের আরো দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে আহ্বান জানান এবং বক্তব্য শেষে ০৫ দিন ব্যাপী যুব মতবিনিময় ২০২৪ এর সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

Sahida
Sahida Easmin
Lecturer (Horticulture))
Sheikh Hasina National Institute of Youth Development
Ministry of Youth and Sports
Savar, Dhaka.

Sweety Akter 15.05
Sweety Akter
Lecturer (Communicative English Language)
Sheikh Hasina National Institute of Youth Development
Ministry of Youth and Sports
Savar, Dhaka.

“যুব মতবিনিময় ২০২৪” এর আলোকচিত্র